বিসিক এর বাস্তবায়নাধীন দু'টি ই- সেবা কার্যক্রম

০১. ভার্চুয়াল শপের মাধ্যমে অনলাইনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্য বিপণন সুবিধা প্রদান।

পটভূমি: বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প ও সাড়ে ৬ লক্ষ কুটির শিল্প রয়েছে। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সমস্ত শিল্পের মালিক/উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই স্বল্প পুঁজির ও অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত। এ সমস্ত উদ্যোক্তাদের বড় সমস্যা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক বিপণনের সুযোগ সুবিধার অভাব। দেশে এবং বিদেশে পণ্য বিপণনের সহজ/সুবিধাজনক মাধ্যম না থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে খুব কম মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য তুলে দিয়ে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা অনেক বেশী মূল্যে সে সমস্ত পণ্য দেশের ভিতরে ও দেশের বাইরে কয়েকগুন বেশী মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও কূটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের দেশের ভিতরে একাধিক Sales Centre বা Outlet স্থাপন করা যেমম সম্ভব হয় না তেমনি বিদেশে পণ্য বিপণনের কোন মাধ্যম এমনকি নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলে পণ্যের প্রচার করার মত সামর্থ্য পর্যন্ত তাদের অনেকেরই নেই। বিসিক তাঁর জন্ম লগ্ন থেকেই দেশের ক্ষুদ্র ও কূটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারের একমাত্র পোষক সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ খাতের উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। এ জন্য বিসিক ষাটের দশক হতে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য মেলা, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন, Sub-contracting arrangement এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহনের সুযোগ করে দিয়ে উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তা দিয়ে আসছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে পণ্য বিপণনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সর্বত্র e-commerce সুবিধায় Online shopping পণ্য বিপণনে যেমন ব্যাপকতা দিয়েছে তেমনি এ ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব হ্রাসে ও বিপণন ব্যয় হ্রসেও সহায়ক মাধ্যম হিসাবে দেখা দিয়েছে। আরতাই এ সমস্ত স্বল্প পুঁজির উদ্যোক্তাদের জন্য ভার্চুয়াল শপ স্থাপন উল্লেখিত সমস্যার একটি যুৎসই সমাধান বলে বিসিক মনে করে।

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য:

১). ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্যের অনলাইন বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা দান,

২). দেশে ও বিদেশে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ,

৩). বিপণন সুবিধায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ইত্যাদি।

বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা: ভার্চুয়াল শপটি একটি web-based system যা স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরী হবে। এ System টি'র সাথে একটি Database এবং financial gateway integrated থাকবে। অনলাইনে দেশী ও বিদেশী যে কোন ক্রেতা পণ্য বাছাই ও মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যে কোন পরিমান পণ্য ক্রয়ের আদেশ দিতে পারবেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে সে আদেশ বিক্রেতার কাছে পৌঁছে যাবে। বিক্রেতা (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা) ক্রয়াদেশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোন ধরনের ভুমিকা থাকবে না। বিসিক পর্যাক্রমে দেশের সমগ্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের নিকট হতে তাদের উৎপাদিত পণের বিবরণ,পরিমান, বর্তমান বিপণন ব্যবস্থা সর্ম্পকে প্রয়জনীয় তথ্য ও তাদের মতামত গ্রহন করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভার্চুয়াল শপের System Design, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলোচনা ও ভার্চুয়াল শপ স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।ভার্চুয়াল শপের প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্ত হলেও যাতে উদ্যোক্তারা নিজেদের স্বার্থে তা অব্যহত রাখে সেজন্য ভার্চুয়াল শপ বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিসিক সকলকার্যক্রম গ্রহন করছে।

০২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেজ

পটভূমি: অনলাইনভিত্তিক এ ডাটাবেজ System টি সময়,খরচ ও যাতায়াত কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ইন্টারনেটে কানেকটেড হয়ে যে কেহ যে কোন স্থান থেকে মুহুর্তে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সব ধরণের তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। এ জন্য বিভিন্ন দপ্তরে গমন করা,তথ্য সংগ্রহের জন্য আবেদন করে অপেক্ষা করা বা অর্থ খরচ করে hard copy সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজন হবেনা। System এ Log in করে Category select করে সংশ্লিষ্ট Option এ ক্লিক এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি দেখা বা Download করা যাবে। এ জন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না। আর সময়ও খুব বেশী ব্যয় হবে না। এ ডাটাবেজের সব চেয়ে বড় যে সুবিধা তা হলো- একই স্থান হতে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রায় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মোট সংখ্যা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, উৎপাদের নাম, উৎপাদিত পণ্যে পরিমাণ, মূল্য, অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের অবদানের হ্রাস- বৃদ্ধি, এলাকাভিত্তিক এ শিল্পের ধরণ ও সংখ্যা এ শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের পরিমাণ, কাঁচামালের বিবরণ ও ব্যবহার, বিপণন সুবিধার তথ্য, সংশ্লিষ্ট পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিমান ইত্যাদি তথ্য এ System থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যাবে। কারণ বর্তমানে বিসিক ছাড়াও, পরিসংখ্যান ব্যুরো, NBR, আমদানি- রপ্তানি ব্যুরোসহ বিভিন্ন সংস্থা হতে এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হয়। একই স্থান হতে উল্লিখিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা দেশে বর্তমানে নাই। ফলে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দ্রুত নির্ভরযোগ্য তথ্য সেবা জনগণ তথা সংশ্লিষ্ট সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে দেশের শিল্পায়নে গতি সঞ্চারে ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য:

১). ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের নির্ভরযোগ্য অনলাইন তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার মাধ্যমে আগ্রহী উদ্যোক্তা, বেকার তরুন,ব্যবসায়ী, শিল্প গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দানের মাধ্যমে দেশের শিল্পোন্নয়ন, আয়- বর্ধক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা,

২). এলাকাভিত্তিক শিল্পের ধরণ, পরিমান, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও নতুন শিল্প সম্ভাবনার তথ্য বিনা অর্থ ব্যয়ে ও ঝামেলাহীনভাবে দ্রুত সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করা,

৩). এলাকাভিত্তিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা দানের মাধ্যমে প্রান্তিক ভাগ্যোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল: ১). উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় তথ্য অনলাইনে একই স্থান হতে দ্রুত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ০২). দেশের ও দেশের বাইরে যে কোন স্থান হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবেন। বর্তমানে এ ধরণের ডাটাবেজ না থাকায় বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করার বিড়ম্বনার কারনে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হতাশ হয়ে শিল্পোদ্যোগ বাতিল করতে বাধ্য হয় যা দেশের শিল্পায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; ০৩). এলাকাভিত্তিক শিল্পের অবস্থা এ সিস্টেমের মাধ্যমে মূহুর্তে জানা যাবে যা এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হবে; ০৪). স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের উদ্যোক্তারা , নারী ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে এ সিস্টেম থেকে প্রশিক্ষণ, পণ্য বিপণনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে উপকৃত হবেন; ০৫). গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় হালনাগাদ তথ্য একই স্থান হতে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন যা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা: অনলাইন ডাটাবেজটি GIS ভিত্তিক System তৈরীতে অভিজ্ঞ স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরী করা হবে। সমগ্র দেশের মানচিত্রে শিল্পের অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট অবস্থানের শিল্প ও শিল্পগুচ্ছের পুর্ণাংগ তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে যাতে অনলাইনে মূহুর্তেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সকলের জন্য উন্মুক্ত এ তথ্য ভান্ডারে তথ্য অনুসন্ধানে User friendly interface সন্নিবেশনে মনোযোগ দেয়া হবে। নিয়মিত তথ্য হালনাগাদের ব্যবস্থা থাকবে।